যায়যায়দিন

2 JAN 2013

হাতে হাতে নতুন বই: স্কুলে স্কুলে উৎসব

যাযাদি রিপোর্ট

বছরের প্রথম দিন শিশু-কিশোররা খালি হাতে স্কুলে গেলেও ঘরে ফিরেছে সোঁদা গন্ধে মাতোয়ারা নতুন ঝকঝকে-তকতকে বই নিয়ে। নতুন বছরে নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার উচ্ছ্বাস আর নতুন বই প্রাপ্তির আনন্দ- দুইয়ে মিলে খুশির বন্যা বয়ে গেছে দেশের প্রতিটি স্কুল প্রাঙ্গণে। মঙ্গলবার বিনা মূল্যের বই বিতরণ কার্যক্রম 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কাছে 'আনন্দ উৎসব' হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ে নানা রঙের বর্ণিল পাঠ্যবইয়ের মোড়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে জেগে ওঠে রংধনু। শিশু-কিশোরদের হৈচৈ আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সৃষ্টি হয়েছিল এক ছন্দময় পরিবেশ। শিক্ষার্থীরা ব্যান্ড বাজিয়ে নেচে-গেয়ে, আনন্দ-উল্লাস করে, প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নেড়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সবাই নতুন বই উঁচু করে নাড়তে থাকে। কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাসে ঘ্রাণ নেয় আনকোরা বইয়ের। এই উৎসবে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন।

জানা গেছে, নববর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যের প্রায় ২৭ কোটি পাঠ্যবই তুলে দেয়া হচ্ছে। এসব শিক্ষার্থী প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে প্রাথমিকের ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৬২ হাজার ৭১৪টি, ইবতেদায়ির ১ কোটি ৭২ লাখ ১ হাজার ৪০টি, মাধ্যমিকের ১১ কোটি ৪৮ লাখ ২১ হাজার ৩৩১টি, মাদ্রাসায় ২ কোটি ৫ লাখ ৯৫ হাজার ৫৪০টি এবং কারিগরিতে ১৩ লাখ ২৮ হাজার ৪৮১টি বই বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিনামূল্যের বই বিতরণের পাশাপাশি ই-বুক (www.ebook.gov.bd) এবং এনসিটিবির ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd) থেকে দেশ-বিদেশের যে কেউ উৎসব : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

উৎসব : স্কুলে স্কুলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডাউনলোড করতে পারবে।

মঙ্গলবার সকালে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ চত্বরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করে সারাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাঠপর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণী অনুষ্ঠান ও 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের স্কুলে শিক্ষার্থী ছাড়াও অনুষ্ঠানে মোহাম্মদপুর মডেল কলেজ, শেরে বাংলা নগর গার্লস স্কুল ও গণভবন গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন। এ সময় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন, মাউশির মহা-পরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন ও ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বছরের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন কারিকুলামের নতুন বই দেয়া সত্যিই চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল। আমরা তা সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি বলেন, সরকার যেসব শ্রেণীর বই বিনামূল্যে বিতরণ করছে, তা টাকা দিয়ে না নেয়ার জন্য মন্ত্রী অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার এসব বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করছে। এমনকি জেলা-উপজেলার স্কুলগুলোতে বই পরিবহনের ব্যয় সরকার বহন করেছে। তাই এই বইয়ের জন্য কোথাও কাউকে টাকা দেবেন না। কেউ কোথাও টাকা দাবি করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানাবেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৭ বছরের পুরনো কারিকুলাম পরিবর্তন করে যুগোপযোগী ১১১টি বিষয়ের নতুন বই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ বছর নতুন করে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকের বইয়ের বোঝা কমাতে ৫৪৮ পৃষ্ঠা কমিয়েছি। তবে যুগের চাহিদা মেটাতে জলবায়ুর পরিবর্তন, তথ্য অধিকার, অটিজমসহ কিছু নতুন বিষয়ও যুক্ত করতে হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের জন্য 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, 'কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' এবং 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' তিনটি নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এসব বইয়ে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে আশঙ্কা করে মন্ত্রী তা আগামীতে সংশোধন করার আশ্বাস দেন। শিক্ষার্থীরা এ বছরই প্রথমবারের মতো বিনামূল্যের ব্যাকরণ ও গ্রামার বই পাচ্ছে বলে জানান।

এদিকে প্রাথমিকের কোমলমতি শিশুদের হাতে নতুন আকর্ষণীয় মলাটের ৪ রঙের বিনামূল্যে বই তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমীন। তিনি রাজধানীর গুলশানে কালাচাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গাজীপুরের টঙ্গীতে আউচপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদরের চন্দনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌচাকে মৌচাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কালিয়াকৈরের কালিয়াকৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করেন। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য আফাজ উদ্দিন, আতিকুর রহমান, জোবেদা খাতুন, ভূমি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাড. আলহাজ্ব আ ক ম মোজাম্মেল হক, গাজীপুর আসনের সংসদ সদস্য মো. জাহিদ আহসান রাসেল এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন।

মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন বলেন, এবছর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাথার ওপর থেকে বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা কমানো হয়েছে। পুরনো পাঠ্যপুস্তকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৭৭০টি, কিন্তু নতুন পাঠ্যপুস্তকে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে এখন তা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২২৬টি। শিক্ষানীতির আলোকে এবছর নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী নতুনভাবে মুদ্রিত বই শিশুদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

দেড় যুগ পর নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই

বর্তমানে যে বই পড়ানো হচ্ছে, তা ১৭ বছর আগে প্রণীত হয়। প্রায় দেড় যুগ পর অভিজ্ঞ ও প্রথিতযশা ৫ শতাধিক বিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের দিয়ে ২০১৩ শিক্ষা বছরের জন্য নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ১১১টি বই ছাপানো হয়েছে। এবার সবাই নতুন কারিকুলামের বই পাবে। বিভিন্ন মহলের দাবির প্রেক্ষিতে শিশুদের বইয়ের বোঝা কমাতে প্রাথমিকের বইয়ে ৫৪৮ পৃষ্ঠা কমানো হয়েছে। পরীক্ষামূলক সংস্করণ হিসেবে নতুন কারিকুলামে ২০১৩ সালের বই ছাপা হয়েছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হবে। মাধ্যমিক স্তরে যুগের চাহিদাকে পূরণ করতে গিয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য, অটিজম ও তথ্য অধিকারসহ নতুন বেশকিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয় তিনটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখা গেছে, ইংরেজি পাঠ্যবইয়ে ভাষার ৪টি মৌলিক বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করার জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। বইয়ে ইংরেজি স্পিকিং, লিসেনিং, রিডিং ও রাইটিং শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে গণভবনে শিক্ষার্থীদের হাতে ২০১২ সালের নতুন পাঠ্যবই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।